অধিকার বার্তা

৪৮ তম সংখ্যা, কার্তিক- অগ্রাহয়ন ১৪২১, চতুর্থ

সংলাপ পরবর্তীতে ইউনিয়নে এমবিবিএস ডাক্তার।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক সংলাপে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

তৃনমুলে হতদরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৫ নভেম্বর বোরহানউদ্দিন উপজেলা জনসংগঠনের আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের সংলাপ বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,অন্যান্য ডাক্তার বৃন্দ,ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক বৃন্দ, ইউনিয়ন ও উপজেলা জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ,স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাধারন নাগরিকদের অংশগ্রহনে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়।সংলাপে সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলো উপস্থাপন করা হয় এবং নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন অনিয়ম অভিযোগ ও পরামর্শ উপস্থাপন করা হয় এবং সমস্যাসমুহ সমাধানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন এমবিবিএস ডাক্তার না যাওয়া।যার ফলে ইউনিয়নে অবস্থানরত সাধারন রোগীরা উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং দুরের ইউনিয়ন পরিষদগুলো থেকে এসে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা যেমন সময় স্বাপেক্ষ তেমনি ব্যায় স্বাপেক্ষও বটে যা তাদের সাধ্যের বাহিরে এছারা অনেক সময় ডাক্তারও পাওয়া যায়না ফলে হয়রানিও হতে হয়।এভাবেই হতদরিদ্র সাধারন মানুষরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসান নগর ও পক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোস্ট দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প কাজ করার ফলে স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।তারই ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সাধারন নাগরিক ও জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থকেন্দ্র ভিজিট ও সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম এর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মান যাচাই করে থাকে। সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তারা চিহ্নিত করে হত দরিদ্র মানুষ এর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি করতে হলে ইউনিয়ন পর্যায়ে এমবিবিএস ডাক্তার এর অবস্থান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

হাসান নগর ইউপি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বসে জনগনকে সেবা প্রদান করছেন ডাঃ মোঃ আসরাব জুয়েল

গত ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সংলাপে উক্ত সমস্যাটি উপস্থাপন করেন উপজেলা জনসংগঠনের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, তিনি ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তার এর গুরুত্বতা ও বিবেচনার সুপারিশ করেন।উপস্থিত সকলের জোড়ালো দাবির মুখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম শাহিন বলেন আমাদের ডাক্তার এর স্বল্পতা রয়েছে রোগীর তুলনায় ডাক্তার অনেক কম এছারা ডাক্তার পোস্টিং দিলেও চেষ্ট তবদিও কওে কিছুদিন পরই তারা অন্যত্র বদলি হয়ে যায় এখানে থাকার আগ্রহ দেখায়না তাই আমরাও সমস্যায় আছি। তাথাপি আমরা প্রতি সাপ্তাহের বুধবার হাসানগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে এবং মঙ্গলবার পক্ষিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়মিত পাঠাব। তারা সকাল ৯.০০টা খেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং বিনা পয়সায় হত দরিদ্রদের মাঝে সেবা প্রদান করবে।তারই ধারাবাহিকতায় গত ১/১২/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার পক্ষিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিসিন ডাক্তার ডাক্তার তিশাদুর রহমান এবং ২/১২/২০১৫ ইং তারিখ হাসান নগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার আলী আসরাব জুয়েল বসেন এবং তাদের দুইজনকে উক্ত দুইটি ইউনিয়নের জন্য সংলাপেই নির্ধারিন করা হয়।সেখানে শত শত রোগীরা এস ভিড় করে এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা গ্রহন করে।তাদের একজন হাসান নগর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের গুচ্ছ গ্রামের বাসিন্দা আকলিমা বেগমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন এখানে আমরা কোনদিইন বড় ডাক্তার দেখিনাই,দেখাতে হইলে অনেক দুরে সদরে যাইতে হইতো, অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়। সেজন্য বড় ডাক্তার দেখানোর সুযোগও হয় না।যাই হোক এখন বিনা পয়সায় হাতের কাছেই ডাক্তার পাইছি এটা আমাগো সৌভাগ্য। ডাক্তার আসার কথা কোথায় শুনেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন নাগরিক কমিটির সভাপতি রুহুল আমিন আমারে কইছে আগামিকাল বোরহানউদ্দিন উপজেলা থেকে বড় ডাক্তার আইবো আমাগো ফ্রি চিকিৎসা করবো এবং এখন থেইকা প্রত্যেক বুধবার আইবো।ইউনিয়ন জনসংগঠনের সাধারন সম্পাদক নাহিদা সিরাজ বলেন আমরা হাসান নগর ইউনয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির কাছে খবরটি পৌছে দিয়েছি তারা যেনো সাধারন মানুষকে এই খবরটি পৌছে দেয় যে প্রত্যেক বুধবার সকাল ৯.০০টা থেকে ২.০০টা পর্যন্ত এমবিবিএস ডাক্তার বসবে এবং বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য সেবা দিবে।

পক্ষিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বসে জনগনকে সেবা প্রদান করছেন ডাঃ তিশাদুর রহমান

ইউনিয়ন জনসংগঠনের সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই গরীব।উপজেলা হতে ইউনিয়নের দুরুত্ব প্রায় ২০ কি:মি: আশা যাওয় করতে অনেক টাকা খরচ হয় যা তাদের সামর্থে কুলায়না তাই এতদিন তারা এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলো। এই এলাকার মানুষ আজ পর্যন্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কখনো এমবিবিএস ডাক্তার দেখে নাই আমাদের ইউনিয়ন এবং উপজেলা জনসংগঠনের প্রচেষ্টায় আমরা এমবিবিএস ডাক্তার এর অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছি।ইউনিয়নের সকলেই এখন এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন

ইউনিয়ন পরিষদের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করা ছারাও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গুরুত্ব অপরিহার্য।অথচ বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের পিআইসি কমিটি শুধু নাম মাত্রই থাকে কমিটির সদস্যরাই জানেনা তারা কমিটিতে আছে। ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদকে জনসম্পৃক্তার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের লক্ষে কাজ করছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যেনো তারা যথাযথভাবে পালন করে সেই লক্ষে উক্ত প্রকল্প সর্বদাই পিআইসি কমিটি যথানিয়মে গঠন ও গতিশীল করতে ইউনিয়ন পরিষদকে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখ ৮নং ওয়ার্ডের শের-ই বাংলা সড়ক প্রকল্পের জন্য গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি তাদের সভার সিদ্ধন্ত অনুযায়ী ৮নং ওয়ার্ডের শের-ই বাংলা সড়ক পরিদর্শন করে এবং কাজের গুন গত মান যাচাই করে। ৮ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সভাপতি ও উক্ত পিআইসি কমিটির সভাপতি বাবুল পাটোয়ারী বলেন

দক্ষিন ফরাজগঞ্জ শের-ই বাংলা সড়ক দিয়ে প্রতি দিন শত শত মানুষ যাতায়ত করেন। প্রতি বছর বছর বর্ষা মৌসুমে রাস্তায় হাটু জল থাকে।ফসলী জমিতে অনেক ফসল নষ্ট হওয়া হয়ে যাওয়া এবং নারী শিশুদের স্কুলে যেতে অনেক বেশী কষ্ট হয়। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা চলাচলের জন্য অনুপযোগি হয়ে পড়ে। এলাকার সাধারন মানুষের কথা ভেবে ৮নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ শের-ই বাংলা সড়কের চৌকিদার বাড়ীর সামনে পানি নিস্কাসনের জন্য একটি কালর্ভাট তৈরী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে দাবি উপস্থাপন করে। কালর্ভাট নির্মানের এই দাবিটি ওর্য়াড নাগরিক কমিটি থেকে শুরু করে ইউনিয়ন জনসংগঠনের সভা ও সেখান থেকে স্থী কমিটির সুপারিশের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। ফলে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ শের-ই বাংলা সড়কের চৌকিদার বাড়ীর সামনে পানি নিস্কাশনের জন্য একটি কালর্ভাট তৈরীর জন্য এলজিএসপির বরাদ্ধ থেকে প্রকল্প দেওয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব কাজ সমাপ্ত করার জন্য চেয়ারম্যান জনাব আবুল বাসার সেলিম নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যানের নির্দেশনা মতে কালর্ভাট তৈরীর জন্য এলজিএসপি থেকে ৬০০০০/-(ষাট হাজার) টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ওয়ার্ড মেম্বার মো: নাসিমকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্ম তৎপড়তা ও দক্ষতা বিবেচনায় উক্ত কমিটিতে নাগরিক কমিটির সভাপতি বাবুল পাটোয়ারীকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। বাবুল পাটোয়ারী আরো জানান কালর্ভাটি তৈরীর কাজ শেষ হলে এখানকার শতশত মানুষের ফসলী জমি, যাতায়ত সুবিধা সহ স্কুলগামি শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ নিশ্চিত হবে। আমরা অবশ্যই কাজের গুনগত মান বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবো এবং নিয়মিত মনিটরিং করবো।

সেলাই প্রশিক্ষন পেল ৪০ জন হতদরিদ্র নারী

হত দরিদ্র নারীদের আন্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সেলাই প্রশিক্ষন

জনসংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষন পেল বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসাননগর ইউনিয়নের ৪০ জন হতদারিদ্র নারী। তালিকা জমাদানের ৭ দিন পর গত ০৯/১১/২০১৫ ইং তারিখে খাসমহল রহমানিয়া ফাযিল মাদ্রাসার শ্রেনীকক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অত্র ইউনিয়নের হতদরিদ্র নারীদের আন্তকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষন প্রদান কার্যক্রম শুরু করেন। এব্যাপারে ইউনিয়ন জনসংগঠনের সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন হাসাননগর ইউনিয়নটি নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের অধিকাংশলোক জেলে ও দিনমজুর। অর্থউপার্জনের অন্যকোন মাধ্যম না থাকায় উক্ত ইউনিয়নের হাজার হাজার নারী পুরুষ দিন দিন বেকার হয়ে যাচ্ছে। এলাকায় অনেক হতদারিদ্র পরিবার রয়েছে যারা দারিদ্রের কষাঘাতে র্জজরিত, যারা অর্থনৈতিক মুক্তি চায়, যাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কোন পথ খুজে পায় না ফলে তারা এক প্রকার মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। দু:স্বপ্ন যেনো তাদের সর্বদাই তাড়া করে ফেরে। ঐ সকল পথ হারা মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে হাসাননগর ইউনিয়ন জনসংগঠন। উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে গত ২০/১০/২০১৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় জনসংগঠনের সদস্যা রানু বেগমসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হাসাননগর ইউনিয়নের হতদারিদ্র পরিবারের দারিদ্রতা দূর করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে হতদারিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেন। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করি যে ঐ সকল হতদরিদ্র নারীদের তালিকা করে তাদের আত্নকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাদের কে হাতে কলমে প্রশিক্ষন দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে আমরা উপজেলা যুব উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে ফরম সংগ্রহ করি এবং ৯টি ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সহায়তায় ফরম পুরণ করার মাধ্যমে তালিকা চুড়ান্ত করি এবং অফিসে জমা দেই। যার পরিপ্রেক্ষিতে সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষন পেল বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসাননগর ইউনিয়নের হতদারিদ্র নারীরা।প্রশিক্ষন শেষে অংশগ্রহনকারীদের মতামত জানতে চাইলে ৬নং ওয়ার্ডের কাজী বাড়ির বাসিন্দা আমেনা বেগম বলেন বর্তমান সময়ে সেলাই এর কাজ খুবই লাভজনক কাজ। এই প্রশিক্ষনটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন ছিলো কারন এই প্রশিক্ষণ এর মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন কাজের সুযোগ সৃস্টি হলো, আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারব এবং পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারব। আমি শীঘ্রই একটি সেলাই মেশিন কিনে এই কাজ শুরু করবো । এই ধরনের মহতি উদ্দ্যেগের জন্য হতদরিদ্রদের পক্ষ থেকে হাসাননগর ইউনিয়ন জনসংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই।

নোটিশ বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার করতে ইউপির উদ্যেগ

লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউপি সচিব জনগনের জ্ঞাতার্থে নিয়মিত নোটিশ বোর্ড আপডেট করছেন

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নটি লালমোহন উপজেলা থেকে প্রায় ২০ কি:মি: দুরে অবস্থিত।ইউনিয়নে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ বসবাস করে।মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় কোস্ট-দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সাধারন নাগরিকদের যুক্ত করে ইউপির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ নিয়ে কাজ করছে,আর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে অবাধ তথ্য প্রবাহ। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগনের জ্ঞাতার্থে অবাধ তথ্য প্রবাহের অন্যতম মাধ্যম হলো নোটিশ বোর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেখান থেকে মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ এ ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখায়না বরং এড়িয়ে যেতে চায়। কারন তাদের ধারনা সকল তথ্য যদি জনগন জানতে পারে তাহলে ইউনিয়নের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং জনগন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইবে।ইউনিয়ন জনসংগঠন মাসিক সভায় নোটিশ বোর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করতে একাধিকবার আলোচনা করে এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করে ইউনিয়ন পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। ক্রমাগত পিছনে লেগে থাকার ফলে এবং বারবার একই বিষয় নিয়ে আলোচনার ফলশ্রুতিতে এবং বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া নোটিশ বোর্ডেও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং ইউপি সচিবকে নির্শেনা প্রদান করেন এখন থেকে সকল ধরনের যে কোন নোটিশ জনগনের জ্ঞাতার্থে নোটিশ বোর্ডে দিতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জানার ও যে কোন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবগত হওয়ার অধিকার রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আবুল কাশেম কলেন ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নোটিশ বোর্ডের ব্যবহার শুরু করেছি। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের আগের প্রচলিত ধারনা থেকে বেরিয়ে এসে নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের সকল আয়-ব্যায় থেকে শুরু করে সকল ধরনের তথ্য নোটিশ বোর্ডে মাধ্যমে জনগনকে অবহিত করবেন বলে নিশ্চিত করেন এবং নিজে তা ফলোআপ করবেন।

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউনিয়ন পরিষদের দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৫	০৫
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	৩২	৩২
সোশ্যাল অডিট	৬	৬
উপজেলা সংলাপ	৬	৫

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন।

”বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য”

মোঃআবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৮৩৬
hasan@coastbd.org . www.coastbd.org